

একই স্মারকে প্রতিষ্ঠাপিত হবে

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
অধিগ্রহণ অধিশাখা-১
www.minland.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৬৮.০০১.১৯-৩৪৫(৭২)

৩০/০৬/১৪২৬ বঙ্গাব্দ

তারিখ:-----

১৫/১০/২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

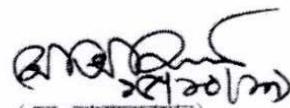
বিষয়: ভূমি মন্ত্রণালয় হতে জারিকৃত ছাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হকুম দখল আইন, ২০১৭ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত নির্দেশাবলি এবং চেকলিস্ট মোতাবেক ফিরিষ্টি সহকারে অধিগ্রহণ প্রস্তাব প্রেরণ সংক্রান্ত।

- সূত্র:
- (১) ভূমি মন্ত্রণালয়ের স্মারক নম্বর ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৬৮.০০১.১৯-৩১০, তারিখ:-২৫/০৯/২০১৯ খ্রিস্টাব্দ।
 - (২) ভূমি মন্ত্রণালয়ের স্মারক নম্বর ৩১.০০.০০০০.০৪২.০৪.০০১.১৪(অংশ-১)-৪৫৪, তারিখ:-১০/১২/২০১৭ খ্রিস্টাব্দ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ভূমি অধিগ্রহণ ও হকুমদখল প্রস্তাব দাখিল ও দ্রুত অনুমোদন প্রদানের লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয় হতে সূত্রোক্ত (১) নম্বর স্মারকে ছাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হকুম দখল আইন, ২০১৭ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত নির্দেশাবলি এবং (২) নম্বর স্মারকে চেকলিস্ট সংক্রান্ত পত্র জারি করা হয়। এর পরও দেখা যাচ্ছে যে, কোন কোন ক্ষেত্রে অধিগ্রহণে প্রস্তাব দাখিলের সময় প্রত্যাশী সংস্থা বর্ণিত নির্দেশাবলি ও চেকলিস্ট যথাযথভাবে অনুসরণ করছেন না। ফলে অধিগ্রহণ প্রস্তাব অনুমোদনের ক্ষেত্রে বিলম্ব হচ্ছে।

০২। এমতাবস্থায়, ভূমি অধিগ্রহণ ও হকুমদখল প্রস্তাব দাখিল ও দ্রুত অনুমোদন প্রদানের লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয় হতে সূত্রে উলংঘিত (১) এবং (২) নম্বর স্মারকে জারিকৃত নির্দেশাবলি এবং চেকলিস্ট মোতাবেক ফিরিষ্টি সহকারে প্রস্তাব প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে পুনরায় অনুরোধ করা হলো। কাজের সুবিধার্থে উলংঘিত পত্রগুলি এসজে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত:-----পঞ্চা।


(মো: আসাদুজ্জামান)

উপসচিব

ফোন: +৮৮০২৯৫৬৬৫৮৪

acquisition1mol@gmail.com

- ১। সিনিয়র সচিব/সচিব.....মন্ত্রণালয় (সকল)।
- ২। জেলা প্রশাসক.....(সকল)।

স্মারক নম্বর: ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৬৮.০০১.১৯-৩৪৫/১(৭)

৩০/০৬/১৪২৬ বঙ্গাব্দ

তারিখ:-----

১৫/১০/২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

অনুলিপি: সদয় অবগতি ও কার্যার্থে (জেষ্ঠতার ক্রমানুসারে):

- ১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ২। নিবাহী চেয়ারম্যান, বিড়া/বেজা।
- ৩। চেয়ারম্যান, ভূমি আপীল বোর্ড/ভূমি সংস্কার বোর্ড, ঢাকা।
- ৪। বিভাগীয় কমিশনার(সকল)।
- ৫। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগরিত জন্য)।
- ৬। অফিস কপি।

(মো: আসাদুজ্জামান)

উপসচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ভূমি মন্ত্রণালয়

অধিগ্রহণ অধিশাখা-১

www.minland.gov.bd

১০/০৬/১৪২৬ বঙ্গাব্দ

স্মারক নম্বর: ৩১.০০.০০০০.০৮৭.৬৮.০০১.১৯-৩১০

তারিখ:-----

২৫ /০৯/২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: ভূমি অধিগ্রহণ ও হকুমদখল প্রস্তাব দাখিল ও দ্রুত অনুমোদন প্রদানের লক্ষ্যে চেক-লিস্ট অনুসরণ
সংক্রান্ত।

স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হকুমদখল আইন, ২০১৭ ইত্যাদিয়ে প্রেক্ষেট আকারে প্রকাশিত ও কার্যকর হয়েছে।
উক্ত আইনের ৬(১) ধারা অনুযায়ী কোন একক প্রকল্পে ৫০(পঞ্চাশ) বিঘার উর্ধে ভূমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন হলে
অধিগ্রহণ প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের বিধান রয়েছে। এছাড়া, কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটির
আওতাভুক্ত এলাকার যে কোনো পরিমাণ ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব দাখিল করতে হয়। উভয় ক্ষেত্রে
কোনো মন্ত্রণালয়/বিভাগ কিংবা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে প্রস্তাব প্রাপ্তির পর দেখা যায় যে, অধিগ্রহণ কেসের সঙ্গে
দাখিলযোগ্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র/তথ্য প্রদান করা হয় না। সে কারণে অনেক ক্ষেত্রে অধিগ্রহণ কেস অনুমোদন বা
কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটিতে উপস্থাপন ও সিঙ্কেট গ্রহণ বিলম্বিত হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সদিচ্ছা স্বত্বেও
কোনো কোনো ক্ষেত্রে অধিগ্রহণ কেস সংক্রান্ত কাঞ্চিত সেবা যথাসময়ে প্রদান করা সম্ভব হয় না।

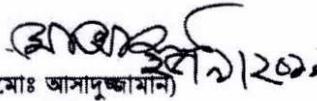
২। উপর্যুক্ত প্রেক্ষাপটে, অধিগ্রহণ কেসের চূড়ান্ত অনুমোদন এবং কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটিতে প্রস্তাব উপস্থাপন ও
অনুমোদন সংক্রান্ত কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে (ক) এবং বেসরকারি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে
(খ) এ বর্ণিত চেক-লিস্ট অনুযায়ী অধিগ্রহণ প্রস্তাব ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনামে অনুরোধ
করা হলোঃ

- (ক) সরকারি অধিগ্রহণ প্রস্তাবের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত কাগজপত্রাদির প্রত্যেকটি ৫(পাঁচ) কপি সংযুক্ত করে
দাখিল করতে হবে :
(১) এল.এ.কেস/আদেশপত্র (Order Sheet) ;
(২) ৫(২)/৫(৩) ধারার প্রতিবেদন ;
(৩) জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটির কার্যবিবরণী ;
(৪) নির্ধারিত ছকে প্রস্তাব (ছকের প্রত্যেকটি কলাম যথাযথভাবে পূরণ করে দিতে হবে) ;
(৫) প্রকল্পের বিস্তারিত বর্ণনা ;
(৬) প্রত্যাশী সংস্থার নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত প্রশাসনিক
অনুমোদনপত্র (ভূমির সর্বোচ্চ পরিমাণ এবং নির্দিষ্ট এলাকার বিবরণ উল্লেখ করতে হবে) ;
(৭) উন্নয়ন প্রকল্পের অনুমোদন সংক্রান্ত প্রশাসনিক আদেশ ;
(৮) অর্থ প্রদানের নিয়ন্ত্রণাপত্র (বাইট বরাদ্দ/অনুমোদিত ডিপিপি-এর সত্যায়িত কপি) ;
(৯) প্রস্তাবিত ভূমির তফসিল (সর্বশেষ জরিপের মৌজার নাম, জে. এল. নম্বর, অতিয়ান নম্বর, দাগ নম্বর,
দাগে মোট ভূমির পরিমাণ, অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাবিত ভূমির পরিমাণ ও দাগের শ্রেণি উল্লেখপূর্বক
যথাযথ কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত) ;
(১০) ট্রেসিং ছালে প্রস্তুতকৃত মৌজা ম্যাপে প্রস্তাবিত ভূমির অবস্থানসহ প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়
চিহ্নিতকরণ (প্রস্তাবিত ভূমির সীমানার ভিতরে ধর্মীয় উপাসনালয়, কবরস্থান ও শাশান থাকলে বা
বিদ্যমান কোন আইনে সংরক্ষণযোগ্য এমন ভূমি থাকলে তা ভিন্ন কালিতে চিহ্নিত করে এবং
সাংকেতিক চিহ্ন দ্বারা নকশায় উল্লেখ করে দিতে হবে) ;
(১১) লে.-আউট প্ল্যান [বিস্তারিত তথ্যসহ নির্মাণ ও ব্যবহার পরিকল্পনা (ক্ষেত্র অনুযায়ী) এবং উপযুক্ত
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বাক্ষরিত হতে হবে] ;
(১২) প্রকল্পের বিবরণী, লে.-আউট প্ল্যান ও ব্যবহার পরিকল্পনাৰভিত্তিতে ন্যূনতম ভূমির প্রয়োজনীয়তা
উল্লেখসহ উহার স্বপক্ষে তথ্য ও মৌলিকতা বিশ্লেষণ ;
(১৩) পুনর্বাসন পরিকল্পনা [ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সম্মত সংখ্যা, ভূমি ইস্তান্তের পূর্বেই পুনর্বাসন প্রক্রিয়া
(বাস্তুচুতদের), তহবিলসহ অন্যান্য তথ্য] ;
(১৪) রাজউক, কেডিএ, সিডিএ, আরডিএ এবং আইন দ্বারা সৃষ্টি অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনাপত্তিপত্র
(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ;

- (১৫) নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর এর অনাপত্তিপত্র (কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটির আওতাভুক্ত এলাকার ক্ষেত্রে)।
- (১৬) পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র ;
- (১৭) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত প্রতিবেদন (অধিগ্রহণের অপরিহার্যতার তথ্য ও যুক্তি, স্থানান্তর প্রক্রিয়াসহ বিস্তারিত পরিকল্পনা, আর্থিক সংস্থান ইত্যাদিসহ) ;
- (১৮) প্রস্তাবিত এলাকার ভিত্তিও চিত্র ;
- (১৯) অঙ্গীকার পত্র (নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যে উদ্দেশ্যে অধিগ্রহণ করা হয়েছে সে উদ্দেশ্যে ব্যবহার না হলে জেলা প্রশাসক কর্তৃক পুনঃগ্রহণ করা হলে আপত্তি থাকবেনা মর্মে অঙ্গীকারপত্র) ;
- (২০) পুরনো দপ্তর/স্থাপনার পরিবর্তে নতুন দপ্তর/স্থাপনার জন্য ভূমি অধিগ্রহণ প্রস্তাবের ক্ষেত্রে পুরানো দপ্তর/স্থাপনার ভূমি জেলা প্রশাসকের নিকট সমর্পণ করা হবে মর্মে অঙ্গীকারপত্র ;
- (২১) আরবিট্রেশন আদালতের বা আরবিট্রেশন আপিল ট্রাইবুনাল-এর নির্দেশে ক্ষতিপূরণ বাবে বর্ধিত অর্থ পরিশোধের সক্ষমতা সম্পর্কে এবং বর্ধিত অর্থ আদালতের আদেশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ে প্রদান করা হবে মর্মে অঙ্গীকারনামা ;
- (২২) নির্ধারিত ফরমে সর্বশেষ রেকর্ডে মালিকগণের দাগভিত্তিক তথ্য (ফরম-চ) ;
- (২৩) ৪(১) ধারার মোটিশ ;
- (২৪) সন্তানবাতা যাচাই প্রতিবেদন ;
- (২৫) যৌথ তদন্তের ফিল্ড বহি (ফরম-ঘ) ;
- (২৬) আইনের ৪(৩) উপ-ধারা (ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী (ফরম-ঙ) ;
- (২৭) প্রস্তাবিত ভূমির মধ্যে অধিগ্রহণকৃত জমি, খাস, 'ক' তফসিলভুক্ত অর্পিত সম্পত্তি ও ব্যক্তি মালিকানাধীন ভূমির তথ্য ;
- (২৮) একনেক সভার অনুমোদনপত্র ;
- (২৯) দুই/তিন ফসলী জমি প্রস্তাবিত হানে থাকলে তা বাদ দেওয়া হয়েছে মর্মে প্রত্যয়ন পত্র ;
- (৩০) নদী, খাল, পাহাড় ও টিলা শ্রেণির জমি প্রস্তাবে অস্তর্ভুক্ত নেই মর্মে প্রত্যয়ন পত্র ;
- (৩১) জমির সর্বোচ্চ ব্যবহারকল্পে উর্ধ্মূখী সম্প্রসারণ করা হবে মর্মে প্রত্যয়ন পত্র ; এবং
- (৩২) ভূমি মজ্জালয় হতে ইতঃপূর্বে জারিকৃত অস্ত্রাহল সংশ্লিষ্ট পরিপন্থ অনুসরণ করে প্রস্তাব দাখিল করা হয়েছে মর্মে প্রত্যয়ন পত্র।

(খ) বেসরকারি সংস্থা/ব্যক্তি কর্তৃক দাখিলকৃত অধিগ্রহণ প্রস্তাবের ক্ষেত্রে (ক)-এ বর্ণিত ৪, ৫, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৪, ২৭, ২৯, ৩০, ৩১ ও ৩২ নম্বর ক্রমিকের তথ্যাদি এবং নিয়ন্ত্রিত কাগজপত্রাদির প্রতোকটি ৫ (পাঁচ) কপি সংযুক্ত করে দাখিল করতে হবে-

- (১) প্রস্তাবিত প্রকল্পের/উদ্দেশ্যের সারপত্রসহ উহা বাস্তবায়নের জন্য অর্থায়নের উৎস এবং অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠানের নিশ্চয়তা পত্র ;
- (২) নির্ধারিত ফরমে সম্মতিপত্র (নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পের উপর);
- (৩) বাস্তি উদ্যোগে ভূমি ক্রয়ের ব্যর্থতার এফিডেভিট ;
- (৪) প্রকল্পটি জনপ্রয়োজন বা জনস্বার্থ সংশ্লিষ্টতার বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য ও পরিসংখ্যান ভিত্তিক যৌক্তিকতা ; এবং
- (৫) ব্যক্তি বা বেসরকারি সংস্থার ভূমি থাকার ঘোষণাপত্র [নামজারি, খতিয়ান, হালনাগাদ ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের রশিদ/প্রমাণাদি, যা সহকারী কমিশনার (ভূমি) কর্তৃক সত্যায়িত]।


 (মোঃ আসাদুজ্জামান)
 উপসচিব
 ফোনঃ ৯৫৬৬৫৮৪

- ০১। বিভাগীয় কমিশনার.....(সকল)।
 ০২। জেলা প্রশাসক.....(সকল)।

১০/০৬/১৪২৬ বঙ্গাব্দ

স্মারক নম্বর: ৩১.০০.০০০০.০৮৭.৬৮.০০১.১৯-৩১০/১(৮)

তারিখ:-----

২৫/০৯/২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

অনুলিপি : সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যোত্তার ক্রমানুসারে নয়):

- ১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/ প্রধানমন্ত্রীর মূখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
- ২। মূখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় তেজগাঁও, ঢাকা।
- ৩। সিনিয়র সচিব/সচিব.....।
- ৪। চেয়ারম্যান, বিড়া/বেজা/ভূমি আপীল বোর্ড/ভূমি সংস্কার বোর্ড, ঢাকা।
- ৫। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, মাননীয় মন্ত্রী'র সদয় অবগতির জন্য।
- ৬। সিস্টেম এলালিন্ট, ভূমি মন্ত্রণালয় (পত্রটি ভূমি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
- ৭। অফিস কপি।
- ৮। মাস্টার কপি।

(মোঃ আসাদুজ্জামান)

উপসচিব

অতি জরুরী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ভূমি মন্ত্রণালয়

অধিগ্রহণ অধিশাখা-১

১০/১২/২০১৭ প্রিস্টাম্প

তারিখ :-----

২৬/০৮/১৪২৪ বঙ্গাব্দ

স্থানকল-৩১,০০,০০০০,০৮২,০৮,০০১,১৪(অংশ-১)- ৪৫৪

বিষয় ৪ হ্রাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হস্তুমদখল আইন, ২০১৭ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত নির্দেশনাবলী

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাইতেছে যে, হ্রাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হস্তুমদখল আইন, ২০১৭ বাংলাদেশ গেজেটে ২১/০৯/২০১৭ তারিখে প্রকাশিত হইয়াছে। এই আইনে অধিগ্রহণ সংক্রান্ত পক্ষতি যুগোপযোগী ও সর্বব্যাপ্ত করিবার লক্ষ্যে অধিগ্রহণের নোটিশ প্রদানের প্রৱেশ ভিত্তিও, স্থির তিনি ইত্যাদি ইহশ, ৬০ দিনের মধ্যে ক্ষতিপূরণ প্রদানের আইনি বাধ্যবাধকতা প্রতিপালন করে সঠিকভাবে রোয়েদাম তৈরীর লক্ষ্যে মালিক/স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিসহ একত্রে মৌখিক তদন্ত সম্পাদন এবং অনুমোদিত যৌথ তদন্ত তালিকা সকলের জ্ঞাতার্থে লটকাইয়া দেওয়া, ক্ষতিপূরণের হার বৃক্ষ, বাস্তুচাতন্ত্রের পুনর্বাসন, অনিবার্য ক্ষেত্রে শর্ত সাপেক্ষে ধর্মীয় উপাসনালয়ের জমি অধিগ্রহণ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিধান সংযোজন করা হইয়াছে। এছাড়া অধিগ্রহণের জন্য চলমান বিশেষ আইন (পৰ্যা সেতু/এলিভেটেড এরপ্রেস/পায়রা বন্দর অধিগ্রহণ আইন) এর বিধানসমূহ বর্তমান আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। হ্রাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হস্তুমদখল আইন, ২০১৭ এর বিধানাবলী সঠিক ও সুচারুভাবে প্রয়োগের জন্য বিধি প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান আছে। হ্রাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হস্তুমদখল আইন, ২০১৭ এ আওতায় বিধি প্রণয়ন না হওয়া পর্যন্ত এই আইনের আওতায় অধিগ্রহণ কার্যক্রমে আইনের ৪ হইতে ১১ ধরা প্রয়োগকালে নিম্নৰূপিত নির্দেশনা প্রতিপালন করিতে হইবে।

১। সরকারী, আধাসরকারি ও স্বায়ত্ত্বশাসিত সংস্থার অধিগ্রহণ প্রত্ত্বের সহিত নিম্নলিখিত কাগজপত্র/ তথ্যাদি (প্রত্যেকটির ৫ কপি করে) সংযুক্ত করিয়া দাখিল করিতে হইবে:

- (ক) নির্ধারিত ছকে প্রত্বের (ছকের প্রত্যেকটি কলাম যথাযথভাবে পূরণ করিয়া দিতে হইবে)।
(খ) প্রকালের বিস্তারিত বর্ণনা।
(গ) প্রত্যাশী সংস্থার নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয় কর্তৃক ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র (ভূমির সর্বোচ্চ পরিমাণ এবং নির্দিষ্ট এলাকার বিবরণ উল্লেখ করিতে হইবে)।
(ঘ) উন্নয়ন প্রকল্পের অনুমোদন সংক্রান্ত প্রশাসনিক আদেশ।
(ঙ) অর্থ প্রদানের নিয়ন্ত্রণ পত্র (বাজেট বরাবর/ অনুমোদিত ভিত্তিপি এর সত্যায়িত কপি)।
(চ) প্রস্তাবিত জমির তক্ষশিল (সর্বশেষ জরিপের মৌজার নাম, জে এল নং, বিভিন্ন নং, দাগ নং, দাগে হোট জমির পরিমাণ, অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাবিত জমির পরিমাণ ও দাগের মধ্যে উল্লেখপূর্বক ব্যাবধার কর্মকর্তা কর্তৃক ব্যক্তিত)।
(ছ) ট্রেসিং ত্রুটি প্রত্যক্ষত মৌজা ম্যাপে প্রস্তাবিত জমির অবস্থানসহ প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয় চিহ্নিতকরণ (প্রস্তাবিত জমির সীমানার ভিতরে ধর্মীয় উপাসনালয়, কবরস্থান ও শাশান থাকলে বা বিদ্যমান কোন আইনে সংস্কৃত্যাবোগ্য এমন জমি ধাক্কিলে তাহা ভিজু কালিতে চিহ্নিত করিয়া এবং সাংকেতিক চিহ্ন দ্বারা নকারায় উল্লেখ করিয়া দিতে হইবে)।
(জ) লে-আউট প্ল্যান [বিস্তারিত তথ্যসহ নির্মাণ ও ব্যবহার পরিকল্পনা (ক্ষেত্র অনুযায়ী) এবং উপর্যুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে]।
(ঘ) প্রকালের বিবরণী, লে-আউট প্ল্যান ও ব্যবহার পরিকল্পনার ভিত্তিতে ন্যান্তম জমির প্রয়োজনীয়তা উল্লেখসহ উহার স্বপক্ষে তথ্য ও বৈশিষ্ট্যকাতা বিশ্লেষণ।
(ঙ) পুনর্বাসন পরিকল্পনা [ক্ষতিপ্রাপ্ত পরিবারের সম্মান্য সংস্থা, জমি হস্তান্তরের প্রৱেশ পুনর্বাসন প্রক্রিয়া (বাস্তুচাতন্ত্রের), তহবিলসহ অন্যান্য তথ্য]।
(ট) রাজউক, কেন্ডিএ, সিডিএ, আরডিএ এবং আইন দ্বারা সৃষ্টি অন্য কোন ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের অনাপত্তিপত্র (যেই ক্ষেত্রে যাহা প্রযোজ্য)।
(ঠ) নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের আইন পত্র (কেন্দ্রীয় ভূমি বরাবর কমিটির আওতাভুক্ত এলাকার ক্ষেত্রে)।
(ড) পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র।
(ঢ) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত প্রতিবেদন (অধিগ্রহণের অপরিহার্যতার তথ্য ও যুক্তি, হ্রাবর প্রক্রিয়াসহ বিস্তারিত পরিকল্পনা, আর্থিক সংস্থান ইত্যাদিসহ)।
(ণ) প্রস্তাবিত এলাকার ভিত্তিও তিনি।
(ত) অঙ্গীকার পত্র (নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যেই উদ্দেশ্যে অধিগ্রহণ করা হইয়াছে সেই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা না হইলে জেলা প্রশাসন কর্তৃক পুনঃগ্রহণ করা হইলে আপত্তি থাকিবে না মর্মে অঙ্গীকার পত্র)।
(থ) পুরানো দণ্ডন/হাপনার পরিবর্তে নতুন দণ্ডন/হাপনার জন্য জমি অধিগ্রহণ প্রত্বের ক্ষেত্রে পুরানো দণ্ডন/হাপনা জমি জেলা প্রশাসকের নিকট সমর্পণ করা হইবে এইর্মাণে অঙ্গীকার পত্র।

১০/১২/২০১৭

- (ম) আরবিট্রেশন আদালতের বা আরবিট্রেশন অপীল ট্রাইবুনাল এর নির্দেশে ক্ষতিপূরণ বাবস বর্ধিত অর্থ পরিশোধের সক্ষমতা সম্পর্কে এবং বর্ধিত অর্থ আদালতের আদেশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ে প্রদান করা হইবে মর্মে অঙ্গীকার নামা।
- (ন) নির্ধারিত ফরমে সর্বশেষ রেকর্ডে মালিকগণের দাগভিতিক তথ্য।

২। বেসরকারি সংস্থা/ব্যক্তি কর্তৃক দাখিলকৃত অধিগ্রহণ প্রত্যাবের সহিত উপরের (১(ক), ১(খ), ১(চ), ১(ছ), ১(জ), ১(ঝ), ১(ঝ), ১(ট), ১(ঝ), ১(ড), ১(চ), ১(গ), ১(ত), ১(দ), ১(ন) মৎ জমিকে বর্ণিত কাগজপত্র ছাড়াও নিম্নলিখিত কাগজপত্র/তথ্যাদি (প্রত্যোক্তির ৫(পাঁচ) কপি করে) সংযুক্ত করিয়া দাখিল করিতে হইবে:

- (ক) প্রস্তাবিত প্রকল্প/উদ্দেশ্যের সারপত্রসহ উহা বাস্তবায়নের জন্য অর্ধায়নের উৎস এবং অর্থলয়ি প্রতিষ্ঠানের নিশ্চয়তা পত্র।
- (খ) নির্ধারিত ফরমে সম্পত্তিপত্র (নলভূভিয়াল স্ট্যাম্পের উপর)।
- (গ) বাস্তি উদ্যোগে জমি করের ব্যর্থতার এবিডেভিট।
- (ঘ) প্রকল্পটি জনপ্রয়োজন বা জনস্বার্থ সংশ্লিষ্টতার বিষয়ে বন্ধনিষ্ঠ তথ্য ও পরিসংখ্যাম ভিত্তিক মৌকিকতা।
- (ঙ) ব্যক্তি বা বেসরকারি সংস্থার নিজস্ব জমি থাকার ঘোষণাপত্র [নামজারি ব্যতিযান, হালনাগাদ ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের রপিদ/প্রমানাদি বা সহকারী কমিশনার (ভূমি) কর্তৃক সত্যাপিত]।

৩। সরকারী/আধাসরকারী/স্বায়ত্ত্বাসিত সংস্থার নিকট হইতে অধিগ্রহণ প্রস্তাব পাওয়ার পর জেলা প্রশাসক প্রত্যাশী সংস্থার সাথে আলোচনাপূর্বক স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর অইন, ২০১৭ এ বর্ণিত বিধিবিধান অনুসরণ করে অধিগ্রহণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি সময়সূচক (এইসব ইঞ্জিন) পরিকল্পনা প্রণয়ন করিবেন এবং তাহা বিভাগীয় কমিশনার ও ভূমি মন্ত্রণালয়কে অবহিত করিবেন।

৪। প্রত্যাশী সংস্থার নিকট হইতে অধিগ্রহণ প্রস্তাব পাওয়ার পর প্রাথমিক যাচাইঅন্তে কাগজপত্র সঠিক পাওয়া গেলে অধিগ্রহণ প্রস্তাবিত এলাকায় সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব/এল এ) এবং সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (মহানগর এলাকা ব্যাটিত) ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) জেলা প্রশাসকের নিকট মৌকাদেশ সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন দাখিল করিবেন। সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন বিস্তারিত ও স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে হইবে। সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদনে নিম্নলিখিত বিষয়ে তথ্য ও ব্যাখ্যা থাকিতে হইবে-

- (ক) অধিগ্রহণ প্রস্তাবের সাথে যেই সকল কাগজপত্র/তথ্যাদি দাখিল করা আবশ্যিক সেগুলি দাখিল ও পর্যালোচনা করা হইয়াছে কিনা;
- (খ) প্রকল্পটির জনপ্রয়োজন এবং জনস্বার্থ সম্পূর্ণতা;
- (গ) দাখিলকৃত কাগজপত্র বিশেষণপূর্বক ন্যূনতম জমির প্রয়োজনের বিষয়ে ব্যাখ্যা সংবলিত মতামত (অতিরিক্ত জমি নিকট ভবিষ্যতে ব্যবহৃত হইবে না এবং জমি অধিগ্রহণ যাচাইতে না হয় তাহা নির্ণিত করিতে হইবে);
- (ঘ) বিকল্প কোন জায়গায় প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব কিনা, কত সংখ্যক লোককে পুনর্বাসন করিতে হইবে এবং কম লোক ক্ষতিগ্রস্ত হইবে এমন বিকল্প জায়গায় প্রকল্পটি স্থানান্তর করা সম্ভব কিনা;
- (ঙ) আবশ্যিকীয় নয় এমন কিছু লে-আউট প্ল্যানে অর্জুন্ত আছে কিনা;
- (ট) বহুতম ভবন নির্মাণের মাধ্যমে ভূমির পরিমাণস্থান করা সম্ভব কিনা, দুই বা তিন ফসলী জমি বাদ দেওয়া সম্ভব কিনা;
- (ছ) পূর্বে কোন সংস্থার নামে অধিগ্রহণ করা হইয়া থাকিলে উক্ত এল এ কেসের নথর ও জমির বর্তমান ব্যবহার;
- (ঘ) খাস, অর্পিত, পরিত্যাকৃ বা কৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত নীতিমালার আলোকে বন্দোবস্তকৃত হইয়া থাকিলে তাহার বিবরণ;
- (ঝ) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান থাকলে তাহার বিবরণ এবং তাহা অধিগ্রহণ অপরিহার্য কিনা তাহার সুনির্দিষ্ট তথ্যসহ বন্ধনিষ্ঠ ব্যাখ্যা এবং প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় উল্লেখ থাকিতে হইবে; এবং
- (ঢ) ব্যক্তি/বেসরকারি উদ্যোগের কোন অধিগ্রহণ প্রস্তাবের ক্ষেত্রে উপরোক্ত বিষয়াবলী ছাড়াও প্রস্তাবটি জনপ্রয়োজন বা জনস্বার্থে কিনা তাহার বন্ধনিষ্ঠ, মৌকিক ও তথ্য ভিত্তিক ব্যাখ্যা ও মন্তব্য, ব্যক্তি উদ্যোগে জমি ক্রয়ে ব্যার্থতার বিষয় যাচাইপূর্বক প্রমাণসহ মন্তব্য এবং অধিবেষ্টিক অন্তর্ভুক্ত বা সরকার নির্ধারিত শিল্প এলাকায় কারখানাটি গড়িয়া তোলা সম্ভব কিনা এবং প্রাসঙ্গিক অন্যান্য সকল বিষয়ের উল্লেখ থাকিতে হইবে।

সম্ভাব্যতা যাচাইকালে জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা-কর্মচারি ছাড়াও প্রাসঙ্গিক কারিগরি জ্ঞান সম্পদ বা অন্য কোন উপযুক্ত কর্মকর্তার সম্ভাব্যতা লওয়া যাইবে।

৫। সরকারী, আধাসরকারী, স্বায়ত্ত্বাসিত প্রতিষ্ঠানের কোন জমি প্রস্তাবে অন্তর্ভুক্ত থাকিলে কেন্দ্রিয়/জেলা ভূমি বরাদ্দ করিটিতে তাহাদের উপযুক্ত প্রতিনিধিকে আহ্বান করিতে হইবে। ধর্মীয় উপাসনালয়ের ইত্যাদি স্থানান্তরের বিষয় থাকিলে ধর্ম বিষয়ক মন্তব্যালয়ের প্রতিনিধি/জেলা পর্যায়ে ধর্ম মন্তব্যালয়ের আওতাধীন অফিস প্রদানকে আহ্বান করিতে হইবে। ভূমি বরাদ্দ করিটির কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ের প্রতিফলন থাকিতে হইবে। কেন্দ্রিয় ভূমি বরাদ্দ করিটি/জেলা ভূমি বরাদ্দ করিটি কর্তৃক প্রস্তাব অনুমোদনের পর প্রত্যাশী সংস্থা ও জেলা প্রশাসন প্রকল্প এলাকার ভিত্তিও চিত্র এবং প্রাপ্তি প্রেরণ করিবেন। একই সাথে ছিরচিত্র গ্রহণ করিতে হইবে। ভিত্তি এবং ছিরচিত্রে জমির তফসিল উল্লেখপূর্বক জেলা প্রশাসন, প্রত্যাশী সংস্থার কর্মকর্তাগণ স্বাক্ষর করিবেন। ৭ কার্যদিবসের মধ্যে জেলা প্রশাসন, প্রত্যাশী সংস্থা অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাবিত সম্পত্তির অবস্থা ও উপরিস্থিত অবকাঠামো, গাছপালা ইত্যাদির ধারণকৃত ভিত্তিও চিত্র ও ছিরচিত্রে ভিত্তিতে

একটি বিবরণী প্রণয়ন করিবেন। ভিডিও চিত্র ধারণের পূর্বে জেলা প্রশাসক ও প্রত্যাশী সংস্থা আইনের বিধান স্থানীয়ভাবে ব্যাপক প্রচারে প্রত্যাশী সংস্থা প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করিবে। স্থানীয়ভাবে প্রচারের ব্যয় প্রত্যাশী সংস্থা বহন করিবে।

৬। বেসরকারী অধিগ্রহণ প্রত্যাবের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটি/জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটি কর্তৃক অনুমোদনের পর প্রয়োজনীয় সকল কাগজপত্রসহ মন্ত্রণালয়ে প্রত্যাবের প্রেরণ করিতে হইবে। মন্ত্রণালয় হইতে চূড়ান্ত অনুমোদনের আদেশ প্রাপ্তির পর ৫ নং তফিকে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরন করিতে হইবে।

৭। আইন অনুযায়ী যৌথ তালিকা প্রত্যাশী সংস্থা ও মালিক/স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির (স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণের কারণে প্রাপ্ত অক্তিপূরণ বা পুনর্বাসন বা উভয়ের দাবিদার বা দাবি করার যোগ্য কোন বাক্তি বা প্রতিটান) সাথে যৌথভাবে প্রণয়ন করিতে হইবে। এই কারণে সর্বশেষে জাত মালিকদেরকে ৪ ধারার নোটিশ প্রদানের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। প্রত্যাশী সংস্থার প্রত্যাবর্তন প্রাপ্ত প্রাপ্তির সাথে সাথে এক কর্তৃ দাগসূচি সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি) ব্যবাবর প্রেরণ করিতে হইবে। সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিসের কর্মচারী এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তার সহায়তায় সহকারী কমিশনার (ভূমি) নির্ধারিত ছকে জাত সর্বশেষ মালিকের তথ্য (রেকর্ড, নামজ্ঞারিকৃত, উত্তোলিকার ও ক্রয়সূত্রে না অব্য কোন তিপ্পিতে) ও দখল বিষয়ে নির্ধারিত ছকে ১৫ (পন্থ) কার্যদিবসের মধ্যে জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করিবেন। জাত সর্বশেষ মালিকগণ ব্যবাবর নির্ধারিত ছকে ৪ ধারা নোটিশ প্রদান করিতে হইবে। মোটিশ সরাসরি এবং রেজিস্টার্ড ডাকব্যোগে প্রেরণ করিতে হইবে। ডাকে প্রেরিতব্য নোটিশের খাতের উপর, “প্রাপ্তকে পাওয়া না গেলে বা প্রাপ্ত এলাকায় বসবাস না করিলে বা মারা গেলে সেই ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য তথ্য উক্ত খাতের উপরে লিখিয়া জেলা প্রশাসকের ব্যাবহাবে ফেরত পাঠানোর জন্য ডাক বিভাগকে অনুরোধ করা হইল”-এক্সপ্রিস লিপি ব্যবহার করিবেন। এছাড়া জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় ও সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন তথ্য কেন্দ্রের ওয়েবসাইট-এ প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৮। ৮(১) ধারা মতে নোটিশ জারির ৭ কার্যদিবসের মধ্যে জেলা প্রশাসক, প্রত্যাশী সংস্থা ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতিতে অধিগ্রহণের জন্য প্রত্যাবিত সম্পত্তির অনুস্থ ও উপরিচুতির অবকাঠামো, গাছপালা ইত্যাদির পূর্বে ধারণকৃত ভিডিও চিত্র ও ছিরচিত্র এবং সরেজমিন তদন্তের ভিত্তিতে বিস্তারিত তথ্যাদি উত্তোলিক পূর্বের নির্ধারিত ছকে যৌথভাবিক প্রশাসকের প্রত্যন্ত করিবেন। তবে জেলা প্রশাসক এল এ কেস নথিতে প্রাসারিক পরিসংখ্যান ও বৌকিকতা উত্তোলিক বিবরণী প্রণয়নের সময়সীমা প্রতি ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১৫ কার্যদিবস বৃক্ষ করিতে পারিবেন। জেলা প্রশাসক বৃহৎ প্রকল্পের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসন, প্রত্যাশী সংস্থার কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একাধিক টিম গঠন এবং যৌথ তদন্ত পরিকল্পনার বিষয়ে মাঠ পর্যায়ে মাইকিং সহ ব্যাপক প্রচারের যাধ্যমে সংশ্লিষ্টদেরকে অবহিত ও সচেতন করিবেন।

৯। যৌথ তদন্তকালে প্রতিটি প্লটের ভূমির সর্বশেষ মালিক ও তাহার দখল সম্পত্তির অনুসন্ধান করিতে হইবে। ৭ ধারা মোটিশ জারির ক্ষেত্রে সর্বশেষ মালিকের নাম, ঠিকানা, মোবাইল ফোন নম্বর ইত্যাদি সংযোগ করিতে হইবে। সর্বশেষ মালিকানা ও দখল সম্পত্তির তথ্য সংযোগ/প্রদানে কোন ধরণের গাফিলতির দায়দায়িত্ব নিরূপণ করিয়া ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

১০। যৌথ তদন্তকালে ভূমির রেকর্ডে শ্রেণি পরিবর্তিত হইলে তাহা সঠিকভাবে পরিমাপভূতে বিবরণী প্রণয়নের সময় তালিকায় লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। সকল পরিবর্তন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (৳:/এলএ) কর্তৃক সরেজমিন যাচাই অন্তে যৌথ তালিকায় তাহা অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের শ্রেণি পরিবর্তনের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে, প্রয়োজনে অতিরিক্ত তদন্ত সাপেক্ষে, জেলা প্রশাসক শ্রেণি পরিবর্তন মামলার আদেশপ্রয়োগে পরিবর্তিত শ্রেণি চূড়ান্ত করিবেন। জেলা প্রশাসক কর্তৃক শ্রেণি পরিবর্তন না করিয়া পরিবর্তিত শ্রেণিতে রোয়েডাম প্রত্যন্ত করা যাইবে না। মাঠ পর্যায়ে যৌথ তদন্তে সংগৃহীত হ্যাতে সেখা তথ্য ব্যবাধিতাবে সংরক্ষণ করিতে হইবে। প্রয়োজনে উহা বিশেষ হেফাজতে রাখার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

১১। অধিগ্রহণপ্রার্থী বা অধিগ্রহণ হইতে পারে এমন ভূমির উপর আবেদন করার প্রয়োজন হইলে জেলা প্রশাসক যৌথ তালিকায় তাহা অন্তর্ভুক্ত করিবেন না। জেলা প্রশাসক ৪(৩)(ক) ধারার কার্যক্রম হ্যাতের পর ৪(৩)(খ) ধারার যৌথ তদন্তকালে জনস্বার্থ বিবরণী উদ্দেশ্যে নির্মিত বা নির্মাণাধীন ঘরবাড়ী/আবকাঠামো বা ভূমির কোমরূপ পরিবর্তনের বিষয়ে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (৳:/এলএ) এর প্রতিবেদনের ভিত্তিতে এলএ মামলার আদেশপ্রয়োগে যথাযথ কারণ উত্তোলিক পূর্বে তালিকায় অন্তর্ভুক্ত না করার বিষয় লিপিবদ্ধ করিবেন।

১২। নির্ধারিত ছকে অন্তর্ভুক্ত ও জেলা প্রশাসক কর্তৃক অনুমোদিত যৌথ তালিকা বিভাগীয় কমিশনারের জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের ওয়েবসাইট, ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার, স্থানীয় ভূমি অফিসের মোটিশ বোর্ডে এবং প্রকল্পের বা নিকটবর্তী সুবিধাজনক ছানে ক্ষতিজনক/স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য গণ বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। গণ বিজ্ঞপ্তিতে ৪(৮) ধারায় বিভাগীয় কমিশনারের নিকট যৌথ তালিকায় অবকাঠামো/ঘরবাড়ি অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার বিকল্পে ৭(সাত) কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনের সুযোগের বিষয়টি উত্তোলিক পূর্বে তালিকায় অন্তর্ভুক্ত না করার যাইবে হাতে গণ বিজ্ঞপ্তি উত্তোলিক পূর্বে করিতে হইবে।

১৩। যৌথ তালিকার বিভাগে বিভাগীয় কমিশনারের নিকট নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদন না করা হইলে সময় উত্তীর্ণের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এবং আবেদন করা হইলে আবেদন নিষ্পত্তির পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মালিকগণ অধিগ্রহণের জন্য প্রত্যাবিত সম্পত্তি হইতে সকল আবেদন স্থাপনা, বাড়ি বা অবকাঠামো ইত্যাদি নিজ খরচে অপসারণ করিবেন। আবেদন স্থাপনা অপসারণ না করিলে জেলা প্রশাসক প্রত্যাশী সংস্থার সহায়তায় বিধি মোতাবেক উচ্চেদের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। তবে জেলা প্রশাসক উভয় ক্ষেত্রেই বিভাগীয় কমিশনারের নিকট

১৪

আবেদন করা হইয়াছে কিনা এবং নির্ধারিত সময়ে আবেদন নিষ্পত্তি হইয়াছে কিনা তা নিশ্চিত হইবেন। বিভাগীয় কমিশনারগণও এইরূপ আবেদন দায়ের ও নিষ্পত্তির তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে জেলা প্রশাসককে অবহিত করিবেন।

১৪। ৪(৬) ধারা অনুসারে প্রচারিত বৌধ তদন্ত প্রতিবেদনে বর্ণিত মালিকানার বিষয়ে আবেদন জেলা প্রশাসক অনুসন্ধান করিবেন এবং ৭ ধারার নোটিশের পর চূড়ান্ত তুনামী অন্তে মালিকানা নির্ধারণ করিবেন।

১৫। প্রকল্পের এলাইনমেন্টের ভিত্তির যদি কোন ধর্মীয় উপসনালয়, কবরস্থান এবং শৃঙ্খল হিসাবে ব্যবহৃত কোন সম্পত্তি অবস্থিত হয় এবং তাহা যদি এলাইনমেন্টে বহির্ভূত করিবার কোন অবকাশ না থাকে তবে সজ্ঞাব্যতা যাচাই প্রতিবেদনে অপরিহার্যতার সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা দাকিতে হইবে। এই স্থানস্থরের জন্যে প্রয়োজনীয় ভূমি ও অর্থ বরাদ্দ অধিগ্রহণ প্রস্তাবে অন্তর্ভুক্ত থাকিতে হইবে। ধর্মীয় উপসনালয়, কবরস্থান এবং শৃঙ্খল স্থানস্থরের বিষয়ে ব্যবহৃত প্রত্যাশী সংস্থা হইবার পর প্রত্যাশী সংস্থা জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে ধর্মীয় উপসনালয়, কবরস্থান বা শৃঙ্খল সংস্থাপ্ত কর্তৃপক্ষ ব্যবহার হস্তান্তর দলিল সম্পাদন করিবেন। কেন্দ্রিয়/জেলা ভূমি বরাদ্দ করিতে সক্ষম ধর্মীয় উপসনালয়, কবরস্থান এবং শৃঙ্খল হিসাবে ব্যবহৃত কোন সম্পত্তি অধিগ্রহণের আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে।

১৬। ৪(১) ধারার নোটিশ জারির ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে স্বার্থসংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তির নিকট হইতে অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে ৫(১) ধারায় প্রাপ্ত সকল আপত্তি যিস মামলার আদেশ পত্রের মাধ্যমে জেলা প্রশাসকের নিকট উপস্থাপন করিতে হইবে। জেলা প্রশাসক ব্যাং অথবা তার অনুমতিক্রমে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (ৰাঃ/এল এ) আপত্তিকারী অথবা মনোনীত প্রতিনিধিকে দ্রুত তুনামী গ্রহণ করিবেন এবং তুনামীর পর বা প্রয়োজনবোধে পুনরায় তদন্তের পর, আপত্তি সম্বন্ধে তাঁর মতামতসহ একটি প্রতিবেদন আপত্তি দাখিলের সময় উক্তীর হইবার ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবস অথবা জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের ক্ষেত্রে ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে প্রত্বন্ত করিবেন।

১৭। অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে আপত্তি তুনামী অন্তে আপত্তি সম্পর্কে জেলা প্রশাসকের সুপ্রিম মতামত ও সুপারিশ (অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তুনামী গ্রহণ করিলে এলএ মামলার আদেশ পত্রে অভিবেদনের ওপর জেলা প্রশাসকের মতামত ও সুপারিশ থাকিতে হইবে) সহ ৫(৩) ধারায় বর্ণিত সময়ের মধ্যে ৫০ বিষয়ের নিম্নের জমির জন্য বিভাগীয় কমিশনার এবং ৫০ বিষয়ে ও তদূর্ধ জমির জন্য সরকারের নিকট চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করিবেন।

১৮। অধিগ্রহণের চূড়ান্ত অনুমোদন প্রাপ্তির পর প্রস্তাবিত জমি দখলের সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিয়া জেলা প্রশাসক জমির জ্ঞাত সর্বশেষ মালিককে এবং স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ৭ ধারার নোটিশ প্রদান করিবেন। এই ক্ষেত্রে ৪ ধারা নোটিশ প্রদানের সময় বিবেচ্য সর্বশেষ ভূমি মালিক ও বৌধ তদন্তকালে ভূমির মালিকানা সম্পর্কে সংগৃহীত তথ্যকে বিবেচনায় লইয়া তুনামীকালে যেই সকল কাগজপত্র ও তথ্য প্রয়োজন হইবে তাহা নোটিশে উল্লেখ করিতে হইবে। নোটিশ প্রদানের পর জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের ক্ষেত্রে ০৭ (সাত) এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ১৫ (পনের) কার্যদিবস পর নোটিশে বর্ণিত সময় ও স্থানে তাহার স্বত্ত্বের অংশ উল্লেখ করিয়া হাজির হওয়ার বিধান আছে বিধায় জেলা প্রশাসক বা তার প্রতিনিধি এবং কার্যদিবসে যাতেজনের তুনামী দাইতে পারিবেন ততজনের জন্য একটি নির্ধারিত দিন ধর্মী তুনামীর সুবিধার্থে স্বত্ত্বের বিবরণীসহ হাজির হওয়ার জন্য ভিন্ন ভিন্ন ভাবিতে নির্ধারণ করা যাইবে। দূর্ঘ এলাকার ক্ষেত্রে বা জনসাধারণের সুবিধার্থে এই তুনামী ছানামীয় পর্যায়ে হইতে পারে। তুনামী সামগ্রাম হইতে হইবে; তবে সুনির্দিষ্ট করণ থাকিলে উহা উল্লেখপূর্বক স্বত্ত্ব সময়ের জন্য (১০ দিনের বেশী নয়) মূলতবী রাখি যাইবে। অতঃপর সঠিকভাবে রোয়েদাদ তৈরী করিতে হইবে। ৭ ধারার নোটিশ প্রদানের সাথে সাথে ক্ষতিপূরণের কাজও শুরু করিতে হইবে।

১৯। রোয়েদাদ অনুমোদন এবং প্রত্যাশী সংস্থার নিকট হতে প্রাপ্তিপন্থ সম্মত অর্থ পাওয়ার পর ৮ ধারা অনুসারে নোটিশ প্রদান করিয়া রোয়েদাদের ক্রম চেক প্রদান করিতে হইবে। যতদূর সম্ভব মাঠ পর্যায়ে যাইয়া একাশে চেক প্রদান করিতে হইবে। বিশেষ কোন ক্ষেত্রে যদি চেক প্রাপকের কোন কাগজপত্র যাচাইয়ের জন্য সংশে অভিবাদ প্রয়োজন দেখা দেয় তবে তাহা সুনির্দিষ্টভাবে নোটিশে উল্লেখ করিতে হইবে। জেলা প্রশাসকের আওতাধীন দণ্ডে দাকা তথ্য জেলা প্রশাসক নিজ উদ্যোগে পূর্বৈষ যাচাই করিবেন। দ্রুত যাচাইয়ের স্বার্থে অধিগ্রহণ প্রস্তাব প্রাপ্তির পর পরই অধিগ্রহণ শাখা সর্বশেষ জরিপের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগতসমূহ এবং প্রয়োজনে তৎপূর্বৰ্তী জরিপের সংশ্লিষ্ট রেকর্ড/ব্যক্তিগত সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করিবেন।

২০। স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর আইন, ২০১৭ এর ১১ ধারা অনুযায়ী ৬০ কার্যদিবসের মধ্যে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে জেলা প্রশাসক কর্তৃক ক্ষতিপূরণ প্রদানের আইনি বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে। এ কারণে অধিগ্রহণ কেসে ক্ষতিপূরণ প্রদানে কোন যিস কেসের উত্তর হইলে তাহা ৬০ কার্যদিবসের মধ্যে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করিতে হইবে। জেলা প্রশাসক প্রয়োজনে সকল অতিরিক্ত জেলা প্রশাসককে যিস কেসে তুনামীর ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন। যিস কেসের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে কোন রোয়েদাদ পরিবর্তনের প্রয়োজন হইলে জেলা প্রশাসক উক্ত পরিবর্তন অনুমোদন করিবেন। রোয়েদাদ প্রস্তুতের পূর্ববর্তী কার্যক্রমে কোন কর্মকর্তা-কর্মচারিব কর্তব্য অবহেলার কারণে যিস কেসের উত্তর তথ্য ক্ষতিপূরণ প্রদানে বিলম্ব হইল কিনা তাহা অনুমোদনকালে যাচাইপূর্বক দায়িত্ব নিবৃত্ত করিবেন এবং প্রয়োজনে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

২১। চেক স্বাক্ষরের পরবর্তী কার্যদিবসে পূর্ববর্তী দিনের ইন্সৃক্ত সকল চেকের এডভাইস সংশ্লিষ্ট জেলা হিসাবক্ষণ অফিসে প্রেরণ নির্ণিত করিতে হইবে।

২২। সাবরেজিস্ট্রি অফিস হইতে সংগৃহীত ভূমির বিক্রয় মূল্য অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব/এলএ) এর মাধ্যমে যাচাইয়ে জেলা প্রশাসক ভূমির মূল্য চূড়ান্ত করিবেন।

২৩। অধিগ্রহণ কেসের গেজেট প্রাপ্তির পর ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে জেলা প্রশাসক নামজারী করিবার জন্য সহকারী কমিশনার (ভূমি) বরাবর প্রেরণ করিবেন। গেজেট প্রাপ্তির ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে সহকারী কমিশনার (ভূমি) অধিগ্রহণের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রাখিয়া জমির শ্রেণি পরিবর্তনসহ নামজারী সম্পত্তি করিবেন।

২৪। স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হস্তুমদখল অধ্যাদেশ, ১৯৮২ এর আওতায় ১৯৯৭ সালে জারিকৃত স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ম্যানুয়ালের অধিগ্রহণ সংক্রান্ত নির্দেশাবলী এবং জারিকৃত পরিপ্রেক্ষমূহরে মেই সকল বিষয় সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হস্তুমদখল আইন, ২০১৭ এবং এই নির্দেশনার সাথে সাংঘর্ষিক বা অসামঞ্জস্যপূর্ণ নয় সেই সব বিধান বর্তমান আইনে রাজ্ঞীকৃত কেসের ক্ষেত্রেও বলবৎ রাখিয়াছে মর্মে গণ্য হইবে।

২৫। স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হস্তুমদখল আইন, ২০১৭ গেজেটে প্রকাশের পূর্বে যে সকল এলএ কেস 'স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হস্তুমদখল অধ্যাদেশ, ১৯৮২' এর আওতায় চালু হইয়া থারায় নোটিশ জারি হইয়াছে সেই সকল এলএ কেস উক্ত অধ্যাদেশ এবং উহার আওতায় পূর্বে জারিকৃত নির্দেশনাবলী/পরিপ্রেক্ষ মোতাবেক নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

অধিগ্রহণ করিবেন
(মো: আব্দুল জালিল)
সচিব
ভূমি মন্ত্রণালয়।

- ১। বিভাগীয় কমিশনার (সকল)
----- বিভাগ।
- ২। জেলা প্রশাসক (সকল)
----- জেলা।

স্থারকনং-০১.০০.০০০০.০৪২.০৪.০০১.১৪(অংশ-১)-৪৫৪/৭২(৫৩)

১০/১২/২০১৭ খ্রিস্টাব্দ
তারিখঃ
২৬/০৮/১৪২৪ বঙ্গাব্দ

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জেন্টেকার ত্রুমানুসারে নয়):

- ১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। মুখ্য সম্বয়ক (এসডিজি)/মুখ্যসচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ৩। সিনিয়র সচিব/সচিব-----, মন্ত্রণালয়/বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৪। চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড/ভূমি আপীল বোর্ড, ঢাকা।
- ৫। অতিরিক্ত সচিব (সকল), ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৬। মুগ্ধসচিব (সকল), ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৭। উপসচিব (সকল), ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৮। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৯। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১০। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১১। প্রেস্যামার, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

অধিগ্রহণ করিবেন
২০/১২/২০১৭

(মির্জা তাবিক হিকমত)
উপসচিব (অধিগ্রহণ-০১)
ভূমি মন্ত্রণালয়।
ফোন: ৯৫৬৬৫৮৮

ফরম- ক

[ধারা ৪ এর (১) নং উপ-ধারা দ্রষ্টব্য]

এল.এ কেস নম্বর -----

জারির নম্বর:

তারিখ ৪-----

নোটিশ

প্রাপক: -----

যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি এর জন্য অধিগ্রহণ ও ছান্দোলন আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ২১ নবর আইন) এর ৪ ধারার অধীনে এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য নোটিশ জারি করা হইল যে, বর্ণিত সম্পত্তি সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাব করা হইয়াছে।

উক্ত সম্পত্তিতে স্বার্থবান যে কোন ব্যক্তি এই নোটিশ জারির পরবর্তী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে, প্রস্তাবিত সম্পত্তির অধিগ্রহণের বিষয়কে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট আপত্তি (যদি থাকে) দায়ের করিতে পারিবেন।

...../...../..... তারিখে বা তারিখ হতে তফসিল বর্ণিত সম্পত্তির যৌথ তদন্ত হবে। যৌথ তদন্তকালে উক্ত সম্পত্তির মালিক বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে উপস্থিত থাকিবার জন্য অনুরোধ করা হইলো।

“ ত ফ সি ল ”

জেলা....., থানা/উপজেলা....., মৌজা.....,জে.এল নম্বর.....

ক্রমিক নম্বর	খতিয়ান নং	দাগ নং	জমির শ্রেণি	অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাবিত জমির পরিমাণ (একরে)	মন্তব্য

অধিগ্রহণকৃত জমির ভূমি মালিক/ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের জন্য জ্ঞাতব্য:

- ১। উল্লেখিত জমির বাস্তব অবস্থা , স্থাপনা, অবকাঠামো ইত্যাদির ভিত্তিও/ সরেজমিন তদন্ত করে মালিকানা/দখল ইভাদি তথ্য সম্পর্কে যৌথ তদন্ত বাহি প্রস্তুত করা হইবে। নির্ধারিত সময়ে উক্ত তদন্তকালে স্বয়ং বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি মারফত কাগজপত্র ও দলিলাদিসহ (সার্টিফাইড/মূলকপি) উপস্থিত থাকুন এবং সঠিক তথ্য প্রদান করুন।
- ২। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে যৌথ তদন্ত তালিকা প্রস্তুতপূর্বক উহা প্রস্তাবিত অধিগ্রহণ এলাকার সুবিধাজনক হ্যানে এবং নিকটস্থ ভূমি অফিসে লটকাইয়া দেওয়া হইবে। উহা সেবিয়া আপনি আপত্তি দিতে পারিবেন। আপনার নামে রেকর্ড হালনাগাদ/ নামজারী না হইয়া থাকিলে, অবিলম্বে হালকরণপূর্বক বকেয়া ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করিয়া দাখিলা/ মণ্ডুক দাখিলা সংগ্রহ করুন। ইহা ক্ষতিপূরণ প্রাতির স্বপক্ষে আপনার মালিকানা প্রমাণে সহায়ক হইবে।
- ৩। অবৈধভাবে লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে জমির শ্রেণী পরিবর্তন, অবকাঠামো নির্মাণ করিবেন না। এক্ষেপ পরিবর্তন বা অবকাঠামো পরিবর্তন লিপিবদ্ধ করা হইবে না এবং আপনি ইহার জন্য কোন ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি হইবেন না।
- ৪। সকল ক্ষেত্রে নিজে বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে সরাসরি আবেদন করুন। ক্ষমতাপ্রাদানের জন্য নির্ধারিত করম ব্যবহার করুন। অনলাইনে আবেদন, ফরম ও পক্ষতি জানার জন্য এ কার্যালয়ের ওয়েব সাইট ভিজিট করুন।

৪

জেলা প্রশাসক /
ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

ফরম- থ

[ধারা ৭ এর (১) মৎ উপ-ধারা দ্রষ্টব্য]

এল.এ কেস নম্বর -----

জারির নম্বর:

তারিখ :-----

নোটিশ

প্রাপক: -----

সম্পত্তির মালিক/দখলকার/স্বার্থবান ব্যক্তি

এতদ্বারা স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হকুমদখল আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ২১ নম্বর আইন) এর ৭ ধারা মোতাবেক
নোটিশ প্রদান করা যাইতেছে যে, সরকার নিম্নবর্ণিত তফসিলভূক্ত সম্পত্তি -----
এর জন্য অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার এবং উহার দখল গ্রহণ করিতে মনস্ত
করিয়াছেন ;

অতএব, উক্ত সম্পত্তির মালিক/দখলকার/স্বার্থবান ব্যক্তিগনকে এতদ্বারা অনুরোধ জানান যাইতেছে যে, তাহারা যেন
ব্যক্তিগতভাবে অথবা তাহাদের ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে ----- তারিখে ----- ঘটিকা হতে বিকাল -----
ঘটিকার মধ্যে ----- অফিসে/স্থানে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট উপস্থিত হইয়া,

ক. উক্ত সম্পত্তিতে তাহার/তাহাদের স্বার্থের প্রকৃতি এবং উক্ত রূপ স্বার্থের ভিত্তিসহ দাবীর পূর্ণ বিবরণ প্রদান করবেন এবং

খ. উক্ত সম্পত্তির বা উহার কোন অংশের অংশীদার, লৌজনাহীতা অথবা অন্য কেহ উহাতে স্বার্থবান হইলে বা উক্ত সম্পত্তি
ব্যবহৃত তাহারা কেহ কোন স্বার্থ বা লভ্যাংশ লাভ করিয়া থাকিলে উহার প্রকৃতি সম্পর্কে ঘতনুর সম্ভব বিষয়ত প্রদান করিবেন
অথবা লিখিত বিবৃতি পেশ করিবেন।

গ. শনানীকালে প্রদর্শনের জন্য সকল দলিলাদি/কাগজপত্র সংগে আনিবেন;

“ ত ফ সি ল ”

জেলা....., থানা/উপজেলা....., মৌজা....., জে.এল নম্বর.....

ক্রমিক নম্ব	খতিয়ান নং	দাগ নং	জমির শ্রেণি	অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাবিত জমির পরিমাণ (একরে)	মন্তব্য

অধিগ্রহণকৃত জমির ভূমি মালিক/ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের জন্য জ্ঞাতব্য:

- নিজে বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে সরাসরি আবেদন করুন। ক্ষমতাপ্রদানের জন্য নির্ধারিত ফরম ব্যবহার
করুন।
- অনলাইনে আবেদন, ফরম ও পদ্ধতি জানার জন্য এ কার্যালয়ের ওয়েব সাইট ----- ভিজিট করুন।

(Signature)

জেলা প্রশাসক /
ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

ফরম- গ

[ধারা ৮ এর (৩)(ক) নং উপ-ধারা মুষ্টব্য]

এল.এ কেস নম্বর -----

জারির নম্বর:

তারিখ:-----

নোটিশ

প্রাপক: -----

এতদ্বারা স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ২১ নব্র আইন) এর ৮ ধারার (৩)(ক) উপধারা মোতাবেক নোটিশ প্রদান করা যাইতেছে যে, আপনি/আপনারা উপরোক্ত ভূমি অধিগ্রহণ কেন্দ্রে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যাঙ্গিগণ বলিয়া গণ্য হইয়াছেন এবং প্রাপ্ত রেকর্ডগত অনুসারে আপনাকে/আপনাদিগকে নিম্নরূপ ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে, যথাঃ-

প্রতি একর ভিটি জমি	টাকা হিসাবে	একর জমির মূল্য বাবদ মোট.....	টাকা
প্রতি একর চালা জমি.....	টাকা হিসাবে	একর জমির মূল্য বাবদ মোট.....	টাকা
প্রতি একর নাল জমি.....	টাকা হিসাবে	একর জমির মূল্য বাবদ মোট.....	টাকা
প্রতি একর ডেবা/গর্ত.....	টাকা হিসাবে	একর জমির মূল্য বাবদ মোট.....	টাকা
অবকাঠামো/ঘরবাড়ীর ক্ষতিপূরণ বাবদ.....			টাকা
অন্যান্য/ব্যবসায়িক (লামসাথ) ক্ষতিপূরণ বাবদ.....			টাকা
গাছপালার ক্ষতিপূরণ বাবদ.....			টাকা
ফসলের ক্ষতিপূরণ বাবদ.....			টাকা
অন্যান্য (যদি থাকে).....			টাকা
মোট			টাকা
অতিরিক্ত: (ক) জমির মূল্যের (.....%)			টাকা
(খ) অবকাঠামো মূল্যের (১০০%).....			টাকা

সর্বমোট টাকা =..... টাকা

যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উপরোক্ত ক্ষতিপূরণের টাকা প্রাপ্তির নিম্নত আপনি স্বার্থ বা যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে ৩০০ টাকার স্ট্যাম্পে নির্ধারিত ফরমে অঙ্গিকারনামাসহ প্রিঃ তারিখে-----
অফিসে/হানে আমার সম্মুখে হাজির হইবেন।

"ত ফ সি ল "

জেলা....., থানা/উপজেলা....., মৌজা....., জে.এল নম্বর.....

ক্রমিক নম্বর	খতিয়ান নং	দাগ নং	শ্রেণি	অধিগ্রহণের জন্য প্রত্যাবিত জমির পরিমাণ (একরে)	মন্তব্য

অধিগ্রহণকৃত জমির ভূমি মালিক/ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের জন্য জ্ঞাতব্য:

- ১। নিজে বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে সরাসরি আবেদন করুন। ক্ষমতাপ্রাপ্তানের জন্য নির্ধারিত ফরম ব্যবহার করুন।
- ২। অনলাইনে আবেদন ফরম, অংগীকার নামা ও পদ্ধতি জানার জন্য এ কার্যালয়ের ওয়েব সাইট ----- ভিজিট করুন।

W/

জেলা প্রশাসক /
ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

‘ঘ’ ফরম

যৌথ তদন্তের ফিল্ড বহি (দাগ ভিত্তিক)

মৌজা:

দাগ নং:

রেকর্ডিয় শ্রেণি:

দাগে মোট জমি:

অধিঘাসকৃত জমি:

ক্রমিক	মালিক/ দখলকার/ স্বার্থবান ব্যক্তির নাম ও পিতার নাম	ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর	শার্টের প্রকৃতি (জমির মালিক, দখলকার, বর্ণাদার, লিঙ্গ, হাপনার মালিক, ফসলের মালিক, ইত্যাদি)	বাস্তব শ্রেণি (গুরুমাত্র জমির মালিক/দখল- কারের ক্ষেত্রে)	সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির দখলীয় জমির পরিমাণ (গুরুমাত্র জমির মালিক/ দখলকারের ক্ষেত্রে)	কসল থাকিলে উহার বিবরণ	গাছপালা থাকিলে উহার সংখ্যা ও বিবরণ	ধরবাড়ি/দালান কোঠা থাকিলে সংখ্যা ও বিবরণ	পুরুর ধাকিলে তাহার বিবরণ	অন্যান্য হাপনার বিবরণ/ অন্যান্য তথ্য	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২

- প্রতিটি ঘর যথাযথভাবে পূরণ করতে হবে। যৌথ তালিকা প্রস্তুতের পর প্রত্যাশী সংস্থা, জেলা প্রশাসন ও জমির মালিক/ দখলকার/ স্বার্থবান ব্যক্তিগণ স্বাক্ষর করিবেন :
- জমির মালিক/ দখলকার/ স্বার্থবান ব্যক্তি অনুপস্থিত থাকিলে তাহার পক্ষে পরিবারের সদস্য বা প্রতিনিধি ‘-- (সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নাম) - র পক্ষে’ উল্লেখ করত স্বাক্ষর করিতে পারিবেন। কেহই উপস্থিত না থাকিলে ২ নং কলামে তথ্য পূরণ করিয়া ‘অনুপস্থিত’ লিখিয়া বাদ-বাকী তথ্যাদি যথাসীমিত লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।
- ৬ নং কলামে উল্লিখিত দখলীয় জমির পরিমাণসমূহের যোগফল সংশ্লিষ্ট দাগে অধিঘাসকৃত ভূমির অধিক হইবে না।
- বাস্তব শ্রেণি একাধিক হইলে সঠিক পরিমাণসহ পৃথকভাবে লিখিতে হইবে। প্রয়োজন অনুসারে পরিবর্তিত বাস্তব শ্রেণি বর্ণনার মন্তব্য কলামে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৪৬

ফরম-৪

এল.এ কেস নম্বর: -----/-----

প্রকল্পের নাম: -----

ভিডিও/ছবিচিত্র ধারণের তারিখ: -----

অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাবিত জমির বিবরণী

[আইনের ৪(৩) উপ-ধারার (ক) অনুচ্ছেদ প্রষ্টব]

জেলা :

থানা :

মৌজা :

দাগ নং	জমির রেকর্ডের শ্রেণি	জমির বাস্তব অবস্থা/প্রকৃতি	জমির ব্যবহারের ধরণ	জমির উপরিস্থিত অবকাঠামোর বিবরণ	ফসল, গাছপালা, বাগান ইত্যাদি	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১						

২৪

প্রকল্পের নাম: _____
 প্রত্যাশী সংস্থার নাম: _____

অধিক্ষেত্র প্রস্তাবিত জমির দাগভিত্তিক মালিকানার প্রাথমিক তথ্য

জেলা :

থানা :

গ্রোড়া :

দাগ নং	খনিয়ান নং	জমির শেণি	জমির মালিকানার বিবরণ					
			সর্বশেষ রেকর্ড অনুযায়ী জমি মালিকগনের নাম ও ঠিকানা	নামজারী অনুযায়ী ভূমি মালিকগনের নাম ও ঠিকানা	জমির পরিমাণ ও নামজারী হামলা নথৰ নামজারী হামলা নথৰ	নামজারী সম্পত্তি হয়নি এবন ক্রেতাগনের নাম মালিকগনের ওয়ারিশগনের নাম ও ঠিকানা	রেকর্ড/নামজারীকৃত মৃত মালিকগনের ওয়ারিশগনের নাম ও ঠিকানা	মৃত্যু
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯

- ক্রমিক নং ১-৪ প্রত্যাশী সংস্থা পুরণ করবে এবং এল এ শাখা যাচাই করবে
- ক্রমিক নং ৫-৯ উপজেলা ভূমি অফিস ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস পুরণ করবে
- প্রত্যাশী সংস্থা প্রস্তাবের সাথে দক্ষ পুরণপূর্বক ট্যার্ড ও সফট কপি জমা প্রদান করবে।

MC